কমল চৌধুরী
সাধন চট্টোপাধ্যায়
অঞ্জন সেন
তুহিন মুখোপাধ্যায়
কানাইপদ রায়
চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়
সুপ্রিয় চৌধুরী
সুশীলকুমার বর্মন
কৃষ্ণপ্রিয় দাশগুপ্ত
সোমা মুখোপাধ্যায়
স্বপনকুমার ঠাকুর
মৌমিতা সাহা
বিশ্বজিৎ রায়
শুভদীপ চক্রবর্ত্তী
অলোক সরকার
১
কথোপকথন ও সম্পাদনা
তন্ময় ভট্টাচার্য

ঈর্ষাক্ষাৎকার

কথোপকথন ও সম্পাদনা
তন্ময় ভট্টাচার্য

www.sristisukh.com

Irshakkhatkar

A collection of interviews edited by Tanmoy Bhattacharjee

প্রথম মুদ্রণ: জানুয়ারি ২০২৫
প্রচ্ছদ: আকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

ISBN 978-81-974658-5-7

সৃষ্টিসুখ প্রকাশন এলএলপি-র পক্ষে হাল্যান, বাগনান, হাওড়া ৭১১৩১২
থেকে রোহণ কুদ্দুস কর্তৃক প্রকাশিত

সৃষ্টিসুখ-এর বইয়ের আউটলেট: ৭২/২এ, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯
যোগাযোগ: ৭৮২৯৭ ৪১৭৯৭, ৯৯১০২ ৭০৪৩২
সৃষ্টিসুখ-এর ই-বুক সাইট: www.sristisukh.com/ebook/

বিশেষ কৃতজ্ঞতা: মেহদী হাসান খান, ওমিক্রন ল্যাব ও অভ্র কিবোর্ড ডেভালপমেন্ট টিম।
ঋণ: লিপিঘর (lipighor.com)

মূল্য: ৪৯৯ টাকা (ভারতীয় মুদ্রা) / ২৪.৯৯ আমেরিকান ডলার

যাঁরা খুঁজতে ভালোবাসেন...

অতিরিক্ত কথা

'কথার উপরে তথাস্তু বসে থাকে'— সুকান্ত সিংহের সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থের নাম। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি এমন নামকরণের দিকে। কথার ওপরে 'তথাস্তু'-র এই যে অধিষ্ঠান, তা কি কথার প্রতি অনুমোদনই নয়! অর্থাৎ, কথা হোক— যদি সারবত্তা থাকে, নিছক কথার কথা না হয়, চলুক কথা। শঙ্খ ঘোষের শব্দহীন হতে বলার যে অসীম চাঁদোয়া, তার ছিদ্র গলে কথা এসে পড়লে, ফেরাব না। বরং কথায়-কথায় বাঙ্ময় হয়ে ওঠাটুকু থাক।

এমনই ব্যক্তিগত সব ভাবনাচিন্তার উঁকি, ভূমিকা লিখতে বসে। কথা ছাড়া এ-বই জন্মাত না। আর বইটিও, যা পরিচয়ে একটি সাক্ষাৎকার সংকলন, সর্বজনীন হয়েও ব্যক্তিগত। 'ঈর্ষাক্ষাৎকার' নামকরণেই লুকিয়ে তার ইঙ্গিত। শব্দটি ব্যাকরণসিদ্ধ নয়, বরং উচ্চারণসিদ্ধ বলা যেতে পারে। 'ঈর্ষা' আর 'সাক্ষাৎকার'— এই দুই শব্দের মিলমিশ। কেন ঈর্ষা? এর উত্তরেও আত্ম-কে এড়ানোর উপায় নেই। যে-সমস্ত গবেষক-লেখক-ইতিহাসবিদের কাজের প্রতি আমি ঈর্ষান্বিত, তাঁদের কয়েকজনের সাক্ষাৎকার নিয়ে, পরোক্ষে সেই কাজগুলিই ছুঁয়ে থাকার চেষ্টা। অক্ষমের হাত-পা ছোড়া বলা যেতে পারে। ঈর্ষান্বিত হওয়াকে সবসময় নেতিবাচক ভাবতে আমি নারাজ; কেন-না ঈর্ষা কাউকে নতুন কাজের দিকেও এগিয়ে দিতে পারে। যে-অংশটুকু অন্ধকার মনোবৃত্তি উসকে দেয়, তার সঙ্গে আলোচ্য ঈর্ষার সম্পর্ক নেই। সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের প্রতি আমার ঈর্ষা দাগহীন তো বটেই, বরং এই ঈর্ষাটুকু ছিল বলেই কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে নতুন-নতুন দিক উন্মোচন সম্ভব হয়েছে; শিক্ষার্থীর মতো তাঁদের থেকে শুষে নিয়েছি জ্ঞান।

অর্থাৎ, এক অর্থে, এই 'প্রোজেক্ট' আমার কাছে ক্লাসরুমও বটে। আর, যেহেতু ঈর্ষাটুকু একান্তই নিজের, সাক্ষাৎকার প্রদানকারীরা পাঠকের ঈর্ষার পাত্র না-ও হতে পারেন; ফলে প্রাথমিকভাবে বইটি আমি-র সঙ্গে অপরের কথোপকথন— এ-সত্যটুকু এড়ানোর উপায় নেই। কিন্তু এই আমিত্বের জাল কেটে বেরিয়ে 'আমরা'-য় পৌঁছোলে দেখা যায়, ব্যক্তি নয়, বিষয়ই এখানে মুখ্য। যাঁরা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকের কাজের সঙ্গেই কোনো-না-কোনোভাবে এই বঙ্গীয় ভূখণ্ডটি জড়িয়ে। তাঁদের কেউ আঞ্চলিক ইতিহাস নিয়ে কাজ করেন, কেউ আবার লোকসংস্কৃতি নিয়ে। দীর্ঘ কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতার গভীরে পৌঁছোতে চেয়েছি।

এই প্রসঙ্গে প্রাথমিক ঈর্ষাটুকু নথিভুক্ত করে রাখা যাক। ২০২১ সালে, উত্তর চব্বিশ পরগনার গঙ্গার ঘাট নিয়ে একটি কাজের পরিকল্পনা করি, সেইমতো কাজও শুরু হয়। খানিক এগোনোর পর দেখা যায়, বছরকয়েক আগেই আঞ্চলিক ইতিহাস-গবেষক কানাইপদ রায় সেই কাজটি করে ফেলেছেন। ফলে মনোভার নিয়েই কাজটি থামিয়ে দিতে হয়। সেই সূত্রে কানাইপদ-র প্রতি ঈর্ষাও জাগে বইকি! সেই ঈর্ষাবোধকে চালনা করি একটি কথোপকথনে।

তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে, আমার অসম্পূর্ণ কাজটিকেও ছুঁয়ে আসা সম্ভব হয়। 'ঈর্ষাক্ষাৎকার'-এর জন্ম তখনই। এর পর, ধারাবাহিকভাবে বিভিন্নজনের সাক্ষাৎকার নেওয়া শুরু। তাঁদের প্রায় কেউই ঘরে বসে অনুসন্ধান করেননি; মাঠে-ময়দানে ঘুরে, ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে, মানুষের মধ্যে গিয়ে ও তাঁদের সঙ্গে মিশে কাজ করেছেন। ফলে চার দেওয়ালের বাইরের আলোবাতাস ঘোরাফেরা করে কাজগুলিতে। অনেকের কাজের বিষয় নিয়েই, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, আমারও কিঞ্চিৎ শ্রম-অভিজ্ঞতা ছিল অতীতে। ফলে, কথোপকথন এগিয়েছে উভয়ের ঢেউদোলায়। আবার, কিছু সাক্ষাৎকার গ্রহণ বিষয়ের প্রতি নিখাদ আকর্ষণ ও কৌতূহল থেকেই। প্রত্যেকটি কথোপকথনেরই প্রাথমিক ভিত্তি আলোচ্য গবেষক তথা ইতিহাসবিদদের একেকটি বই। তবে অলিখিত বিষয়, ঘটনা ও ইঙ্গিত— যা দু-মলাটের ভেতর ধরা পড়েনি, সহজ কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে তা তুলে আনাই ছিল আমাদের লক্ষ্য। ফলে, নিছক প্রকাশিত বইয়ের আলোচনা নয়, স্বতন্ত্র পাঠযোগ্যতা পেয়েছে প্রত্যেকটি সাক্ষাৎকারই। সেইসঙ্গে কথোপকথনের অনায়াস ভঙ্গিটিকে অনুলিখনের সময় যথাসম্ভব অবিকৃত রাখায়, প্রাণবন্ততা ও স্বতঃস্ফূর্ততারও অভাব ঘটেনি।

বর্তমান বইয়ে ১৫টি এমনই কথোপকথন সংকলিত হল। প্রত্যেকটিই ২০২২-২৪ এই কালপর্বের মধ্যে গৃহীত। প্রকাশ পেয়েছে ২০২৩-২৪ সালে, ধারাবাহিকভাবে, প্রহর.ইন নামক ওয়েব পোর্টালে। অবশ্য সেখানে প্রকাশের ক্রম আর বইয়ে মুদ্রণের ক্রম এক নয়। সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের জন্মসাল তথা বয়সের ক্রম-অনুসারে সাজানো হয়েছে প্রত্যেকটি কথোপকথন। সেইসঙ্গে প্রতিটি কথোপকথনের শেষে তার সালটিরও উল্লেখ রইল, কেন-না আমাদের বিশ্বাস, বিশেষ-বিশেষ সময়ে বা কালখণ্ডে কিছু কথা অধিক তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এ-বইয়ের প্রথম সাক্ষাৎকার কমল চৌধুরীর। উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার প্রথম সার্থক ইতিহাসকার তিনি। এই বিষয়ে ১৯৮৭ সালে দুটি বই বেরোয় তাঁর। সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় (আগস্ট, ২০২৩) তিনি ছিয়াশি বছরের বৃদ্ধ, অসুস্থ। ফলে, কথোপকথন দীর্ঘ হয়নি। টুকরো-টুকরো কথা জুড়ে-জুড়ে অবয়ব পেয়েছে সাক্ষাৎকারটি। তারপরও, ঐতিহাসিক দিক দিয়ে এর মূল্য অপরিসীম। ২০২৪-এর ১ মে প্রয়াত হন কমল। এ-বই তাঁর হাতে তুলে দিতে না-পারার আফশোস মেটার নয়।

দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারটি সাধন চট্টোপাধ্যায়ের। কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক হিসেবেই তিনি সুপরিচিত। ২০১৪ সালে 'পানিহাটা' নামে একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয় তাঁর। উপন্যাসটি মূলত গঙ্গা-তীরবর্তী পানিহাটি-সুখচর জনপদকে কেন্দ্র করে। সেই উপন্যাস লেখার জন্য আঞ্চলিক ইতিহাসের যে-সমস্ত উপাদান তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, তা দিয়ে পরবর্তীকালে পানিহাটির আঞ্চলিক ইতিহাসের একটি বই প্রকাশ করেন। তাঁর সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী পানিহাটিকে নতুন করে চেনার চেষ্টা করেছি আমরা। সেই সঙ্গে, বিশ্বায়ন-পরবর্তী সময়ে একটি মফস্‌সল শহর কীভাবে তার চরিত্র হারাতে শুরু করল, তা-ও উঠে এসেছে আলোচনায়।

অঞ্জন সেন, কবি ও প্রাবন্ধিক। বাংলার পুথি পুথিপাটার চিত্র নিয়েও চর্চা তাঁর। আমাদের তৃতীয় সাক্ষাৎকার সেই বিষয় নিয়েই। প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগের বাংলায়, পুথিপাটা ও পুথির

ভিতর বিভিন্ন ছবি অঙ্কিত দেখা যেত। লিপিকরদের পাশাপাশি, পেশাদার আঁকিয়েরাও আঁকতেন সেসব। এই ঐতিহ্য পাল-সেন যুগ থেকেই বহমান। বলা বাহুল্য, উনিশ শতকের প্রচুর পুথিতেও দেখা যায় এমন উদাহরণ। এইসব ছবি বিশ্লেষণ করে চিত্রশিল্পের বিবর্তনের পাশাপাশি, সমাজ-সংস্কৃতির বিবর্তনটুকুও ধরা দেয়। আলোচনার অভিমুখ সে-দিকেই।

চতুর্থ সাক্ষাৎকার প্রদানকারী তুহিন মুখোপাধ্যায়। বাংলার ইতিহাসের অন্যতম যুগপুরুষ, চৈতন্যকে নিয়ে গবেষণা তাঁর। তবে আলোচ্য কথোপকথনটি মূলত চৈতন্যের অন্তর্ধানকে কেন্দ্র করে। নীলাচলে চৈতন্যের অন্তর্ধান তথা মৃত্যু নিয়ে বিভিন্ন তত্ত্ব প্রচলিত। তুহিন আর-সব তত্ত্বকে খারিজ করে, নিজস্ব একটি তত্ত্ব হাজির করেছেন, যুক্তিও দিয়েছেন তার সমর্থনে। সেইসঙ্গে, অকুস্থলে গিয়ে চৈতন্যের 'সম্ভাব্য সমাধি'-র খোঁজও করেছেন। তাঁর সঙ্গে বর্তমান কথোপকথন একইসঙ্গে কৌতূহলোদ্দীপক ও 'নূতন'।

পঞ্চম সাক্ষাৎকারটি কানাইপদ রায়ের। বারাকপুরের ইতিহাস নিয়ে তাঁর গবেষণা সুবিদিত। পরবর্তীতে, কাজের সীমা ছড়িয়ে দিয়েছেন গোটা উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলাতেই। বর্তমান কথোপকথনটি তাঁর একটি স্বল্পচর্চিত কাজ, উত্তর চব্বিশ পরগনার গঙ্গার ঘাট নিয়ে। কলকাতা-হাওড়া-হুগলির ঘাটগুলি বিভিন্ন প্রেক্ষিতে আলোচিত হলেও, উত্তর চব্বিশ পরগনার ঘাটগুলি এক অর্থে অবহেলিতই থেকে গেছে। কানাইপদ-র চোখ দিয়ে ঘাটগুলির ইতিহাস, বিবর্তন ও গুরুত্ব বুঝতে চাওয়াই এ-কথোপকথনের অন্যতম লক্ষ্য।

চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়ের কাজের বিষয় 'নারীর গান'। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত নারীরা কীভাবে গানের মাধ্যমে নিজেদের প্রকাশ করেছেন, তা আলোচনার দাবি রাখে। নিছক গান হয়েই থেকে যায়নি সেসব, হয়ে উঠেছে নারীদের আত্মপরিচয়ের বয়ান। সেইসঙ্গে শ্রমের হাত ধরায়, ফুটে উঠেছে স্ব-অবলম্বনের দিকটিও। চন্দ্রার সঙ্গে কথোপকথন মূলত স্বল্পালোচিত সেই দিকগুলি নিয়েই। বাংলার রন্ধ্রে মিশে-থাকা এইসব গান হয়ে উঠতে পারে নারী-স্বাধীনতা সংক্রান্ত আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

সপ্তম সাক্ষাৎকারটি সুপ্রিয় চৌধুরীর। মূল পরিচিতি কথাকার হিসেবে হলেও, প্রবন্ধ-নিবন্ধেও সমান সাবলীল তিনি। সুপ্রিয়র অনুসন্ধানের বিষয়টি খানিক ব্যতিক্রমী— নকশাল আন্দোলনে শহিদদের স্মৃতিতে নির্মিত বেদি। ছয়ের দশকের শেষার্ধ ও সাতের দশকের শুরুর বছরগুলিতে, নকশাল আন্দোলন বাংলাকে কীভাবে উদ্বেলিত করেছিল, তা সর্বজনবিদিত। প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষে বহু নকশালই শহিদ হন। পরবর্তীতে, তৈরি হয় শহিদ বেদিও। কয়েক দশক পেরিয়ে, আমজনতার কাছে সেগুলির ইতিহাস ধূসর। বিস্মৃতির পর্দা সরিয়ে সেইসব ইতিহাসই তুলে ধরেছেন সুপ্রিয়। কথোপকথনও এগিয়েছে সেই পথ ধরেই।

পরবর্তী সাক্ষাৎকার সুশীলকুমার বর্মনের। রাঢ় বাংলা— মূলত জঙ্গলমহলের অব্রাহ্মণ পুরোহিতদের নিয়ে কাজ তাঁর। আদিবাসীদের বিভিন্ন দেবস্থান, যেখানে ব্রাহ্মণ্যবাদের থাবা সেভাবে পড়েনি এখনও, স্থানীয় লোধা-শবর পুরোহিতেরাই উপাসনার কাজ করেন। কোথাও আবার পুরোহিতের আবশ্যিকতাই নেই। শহর থেকে দূরে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিজস্ব সংস্কৃতিভাষ্য রচনা করেছেন সেইসব মানুষ। প্রতিস্পর্ধা নয়, স্বাভাবিকতা ও বৈচিত্র্যের বার্তাই বহন করে এই প্রবণতা। আলোচনার মূল সুরও সেই বৈচিত্র্যকে ঘিরেই।

কৃষ্ণপ্রিয় দাশগুপ্তর সাক্ষাৎকার ওঁর দুটি পৃথক বইকে কেন্দ্র করে। পৃথক, কিন্তু বিষয়ের সূত্রে একই মুদ্রার দু-পিঠ। হিন্দু লেখকদের কলমে ইসলাম তথা মহম্মদ-ভজনা, আর তার বিপরীতে মুসলমান লেখকদের কালীবন্দনা— এই দুই প্রবণতাকে স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতায় তুলে ধরেছেন কৃষ্ণপ্রিয়। আলোচনাতেও গুরুত্ব পেয়েছে সেই বৈচিত্র্য। রাষ্ট্রিক ও সামাজিকভাবে উগ্র এই দিনকালে, বাঙালির ইতিহাসের এইসব মিলন-উদাহরণ কোণঠাসা হয়ে পড়ছে ক্রমশ। বোঝাপড়ার আবহমান সংলাপটিকেই আরও একবার ঝালিয়ে নিতে চেয়ে এই কথোপকথন।

দশম সাক্ষাৎকার, সোমা মুখোপাধ্যায়ের। বাংলার বিভিন্ন প্রাচীন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দারুবিগ্রহ নিয়ে কাজ তাঁর। দেব-দেবীদের মূর্তি নির্মাণের উপকরণ হিসেবে, মাটি ও পাথরের পাশাপাশি কাঠও ব্যবহৃত হয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরেই। শুধু মূর্তি নির্মাণই নয়, তার সজ্জা, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। নিবিষ্ট অনুসন্ধানে উঠে আসে ইতিহাস, বিবর্তন ও বর্তমান পরিস্থিতি। সেইসঙ্গে, চরিত্রভেদে দারুবিগ্রহ নির্মাণের বৈচিত্র্যও কম আকর্ষণীয় নয়। কথোপকথনে উঠে এসেছে এমনই বিভিন্ন জানা-অজানা বিষয়।

স্বপনকুমার ঠাকুরের সাক্ষাৎকারটি তাঁর সম্পাদিত বইকে কেন্দ্র করে। বাংলায় রামায়ণ ও রাম-উপাসনার আদ্যোপান্ত ধরতে চেয়েছেন তিনি। বলা বাহুল্য, উত্তর ভারতে রাম যেভাবে পূজিত হন, বাংলার তথা বাঙালির রাম তার থেকে খানিক আলাদা। চৈতন্যের ভক্তি-আন্দোলন প্রভাব ফেলেছে রামের পূজাতেও। ফলে, স্বতন্ত্র রূপে বাঙালির কাছে ধরা দিয়েছেন তিনি। বহির্বঙ্গের রাম-ধারণা বাংলায় চাপিয়ে দেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত? এখানে রামের শিকড়ই-বা কতটা পোক্ত? কথোপকথন এগিয়েছে এমনই নানা পথে।

মৌমিতা সাহার সাক্ষাৎকার একটি নবীন জনপদকে চিনতে সাহায্য করে। ইস্ট সাবার্বান, সল্টলেক, রাজারহাট ও নিউটাউনকে নিয়ে কাজ তাঁর; যদিও কথোপকথনে সল্টলেককেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। একটি জলাভূমি ও আবাদি জমি কীভাবে নগরায়ণের ফলে 'কলকাতা উপনগরী' হয়ে উঠল, তা বুঝতে সাহায্য করে এই সাক্ষাৎকার। সল্টলেক নগরী নির্মাণের পিছনে যে পরিকল্পনা ছিল, সেগুলি কি সত্যিই সফল হয়েছে? তবে কি নেতিবাচকতার ওপারে কিছুই নেই? এইসব দ্বন্দ্ব-প্রশ্ন-ধারণার অলিগলিতে যাতায়াত বর্তমান আলোচনার।

ত্রয়োদশ সাক্ষাৎকার বিশ্বজিৎ রায়ের। আনুলিয়া-দেবলগড়ের প্রত্নক্ষেত্রকে বৃহত্তর পরিসরে আলোচনার জায়গা দিয়েছেন তিনি। নদিয়া জেলার এই দুটি জনপদে পাল-সেন যুগের সভ্যতা-সংস্কৃতির যে ইঙ্গিত মেলে, তা নিয়ে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান এখনও হয়নি। বিভিন্ন সম্ভাবনার হাত ধরে বিশ্বজিৎ পৌঁছোতে চেয়েছেন অতীতে। সেইসঙ্গে হাজির করেছেন একটি তত্ত্ব— সেন বংশের রাজা লক্ষ্মণসেনের রাজধানী তথা প্রাসাদ ছিল এই দেবলগড়েই। এই তত্ত্বের সম্ভাব্যতা, জিও-আর্কিওলজি সহ ইতিহাসের রন্ধ্রে ক্রমপ্রবেশ ঘটেছে কথোপকথনের মাধ্যমে।

শুভদীপ চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকারটি গঙ্গাতীরের একটি প্রাচীন অঞ্চল— বজবজ-বাটানগর ভিত্তিক। নিজের জনপদের ইতিহাসের খোঁজে নেমে যে-সমস্ত প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়েছে, তা সম্ভবত প্রত্যেক অনুসন্ধানকারীরই অভিজ্ঞতা। শুধু ইতিহাসই

নয়, বিবর্তন ও সেই সূত্রে বিলুপ্তপ্রায় সচেতনতার কথাও উঠে এসেছে আলোচনায়। ফলে, শুধু আঞ্চলিক ইতিহাস-কেন্দ্রিক নয়, কথোপকথনটি হয়ে উঠেছে এক তরুণ অনুসন্ধিৎসুর ক্ষোভ-যন্ত্রণা-অভিমানের দলিল।

পঞ্চদশ ও শেষ সাক্ষাৎকার অলোক সরকারের। বাংলার বৈচিত্রপূর্ণ বিভিন্ন শ্মশান তাঁর খোঁজের বিষয়। শ্মশানের ভূমিকা কি শুধু দাহকার্যেই সীমাবদ্ধ? কার্য অতিক্রম করে, কখনও-কখনও শ্মশান নিজেই এক চরিত্র হয়ে ওঠে। ভাঙা দ্রব্যাদি, দেওয়াললিখন, নেশাদ্রব্যের গন্ধ, মৃতের পরিজনদের কান্না— শ্মশান ধারণ করে সবকিছুই। আবার, স্থানভেদে পাল্টে যায় শ্মশানের চরিত্রও। তবে শোক পরিবর্তনহীন। অনুসন্ধানের সূত্রে, অলোক এইসব বিভিন্নতার সাক্ষী। তাঁর সঙ্গে কথোপকথনের সূত্রে উঠে এসেছে বিভিন্ন শ্মশানের কাহিনি, পরিবেশ ও অভিজ্ঞতা।

অধিকাংশ সাক্ষাৎকার প্রদানকারীই অন্যান্য বিষয় নিয়েও একাধিক কাজ করেছেন। আমরা মূলত একটি নির্দিষ্ট কাজে মনোনিবেশ করেছি। প্রতিটি কথোপকথনের মধ্যে-মধ্যে প্রাসঙ্গিক কিছু ছবি সংযোজিত হয়েছে, যা পাঠ-অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। অধিকাংশ ছবিই উপরোক্ত ব্যক্তিদের সূত্রে প্রাপ্ত হলেও, কয়েকটির উৎস ভিন্ন। উপযুক্ত ঋণস্বীকার করা হয়েছে সেক্ষেত্রে। গুরুত্বপূর্ণ এই সংকলনটি বই আকারে প্রকাশ করতে চাওয়ার জন্য সৃষ্টিসুখের কর্ণধার রোহণ কুদ্দুসকে ধন্যবাদ। প্রচ্ছদের জন্য বন্ধু আকাশ গঙ্গোপাধ্যায়কে ভালোবাসা। শুভজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি প্রতিটি সাক্ষাৎকারের অনুলিখন করে আমার শ্রম লাঘব করেছেন, তাঁর প্রতি রইল অশেষ কৃতজ্ঞতা।

আনুষ্ঠানিক কথাবার্তার দায় থেকে এবার ছুটি। পাঠক, আসুন, ঈর্ষাক্ষাৎকারের অন্দরমহলে প্রবেশ করা যাক।

তন্ময় ভট্টাচার্য

‘ঈর্ষাক্ষাৎকার’ শব্দটি ব্যাকরণসিদ্ধ নয়, বরং উচ্চারণসিদ্ধ বলা চলে। ‘ঈর্ষা’ আর ‘সাক্ষাৎকার’— এই দুই শব্দের মিলমিশ। যে-সমস্ত লেখক-গবেষক-আঞ্চলিক ইতিহাসবিদের কাজের প্রতি সম্পাদক ঈর্ষান্বিত, তাঁদের কয়েকজনের সাক্ষাৎকার নিয়ে, পরোক্ষে সেই কাজগুলিই ছুঁয়ে থাকার এক চেষ্টা। বিভিন্ন প্রজন্মের ১৫ জনের সঙ্গে সম্পাদকের কথোপকথন সংকলিত হয়েছে এই খণ্ডে।